হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

আল্লাহ্‌কে ভালোবাসাই নাজাত

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু' আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ

"কুল কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবি'উনী ইউহবিবকুম আল্লাহ্‌।" (আলি ইমরানঃ৩১) কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ কর যেন আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে ভালোবাসেন।" তোমরা আল্লাহ্‌কে (জাল্লা জালালুহু) ভালোবাসতে পারো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র তোমাদেরকে ভালোবাসা। আল্লাহ্‌ পথ দেখিয়েছেন, কিভাবে ভালোবাসতে হবে তা দেখিয়েছেন। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কে অনুসরণ কর, আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর পথে চল এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের ভালোবাসবেন।

আল্লাহ্‌ (জাঃজাঃ) যাকে খুশী তাকে ভালোবাসেন এবং যাকে খুশী তাকে ভালোবাসেন না। তিনি যাদেরকে ভালোবাসেন তাদেরকেই এই সুন্দর পথসমূহে বহন করে নিয়ে আসেন এবং অতঃপর সে আল্লাহ্‌র ভালোবাসার মানুষে পরিণত হয়। আল্লাহ্‌কে এবং হাযরাত নাবী (সাঃ) কে ভালোবাসাই নাজাত এবং সব ধরণের সৌন্দর্য্যের উৎস। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা ভালোবাসেন এবং যাকে ইচ্ছা ভালোবাসেন না। "ইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বুল কাফিরীন। ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল যালিমীন। ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল ফাসিকীন।" আল্লাহ্‌ বলেন তিনি পছন্দ করেন না কাফিরদেরকে, স্বেচ্ছাচারীদেরকে এবং যারা প্রকাশ্যে গুনাহ করে এবং যারা অন্যের অপকার করে। তারা সবাই আল্লাহ্‌র আয়াতে উল্লিখিত আছে।

অনেকে বলে, "আল্লাহ্‌ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সবাইকে ভালোবাসেন।" না, আল্লাহ্‌ যাকে খুশী ভালোবাসেন এবং যাকে খুশী ভালোবাসেন না। তুমি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অতএব, আল্লাহ্‌র দেখানো পথে চল যেন তুমি আল্লাহ্‌র ভালোবাসা অর্জন করতে পারো। একবার আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পেলে আর কোন দুশ্চিন্তা, অসুবিধা এবং দুঃখ থাকে না।

আমাদেরকে মূল্য জানতে হবে। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান বিষয়। সম্পদ, সম্পত্তি, স্বর্ণ, রুপা এবং মণি-মুক্তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আল্লাহ্‌র ভালোবাসা অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্‌ (জাঃজাঃ)

এসব জিনিস তোমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে এমনিতেই দেবেন। চল আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি, ইনশাআল্লাহ্‌ যেন আল্লাহ্‌ও আমাদের ভালোবাসেন। চল আল্লাহ্‌ যা বলেন তা আমরা করি যেন আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) আমাদের ভালোবাসেন ইনশাআল্লাহ্‌।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/১২ জুমাদ আল-আউয়াল ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।